আজকের কাগজ

তারিখ 22 MAR 1995

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

উল্লাপাড়া অডিটোরিয়াম কাম লাইব্রেরী অবহেলার শিকার

সাহারুল হক সাচ্চু : উল্লাপাড়া অডিটোরিয়াম কাম পাবলিক লাইব্রেরী দীর্ঘদিন যাবত অবহেলার শিকার। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, ১৯৮৫ সালের ২৯ এপ্রিল থানা সদরে প্রায় ১৪ লাখ টাকা ব্যয়ে অডিটোরিয়াম কাম পাবলিক লাইব্রেরী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই অডিটোরিয়াম কাম পাবলিক লাইব্রেরীটিতে সরকারি অনুদানের অর্থ ও পুস্তকাদি সরবরাহ দেয়া হয়ে আসছে। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র থেকে ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে উল্লাপাড়া অডিটোরিয়াম কাম পাবলিক লাইব্রেরীর নামে ৮৬ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এ অর্থের মধ্যে আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও মেরামত খাতে একটি ক্রস চেকে (যার নং-৯৭৫১৮৫ তাং ৫-৬-৯৪) অনুদানের ৪১ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। অনুদানের অবশিষ্ট ৪৫ হাজার টাকা মূল্যের বই যথাযথভাবে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র থেকে সরবরাহ নেয়ার ব্যাপারে জানানো হয়। এর প্রেক্ষিতে লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক রফিকুল আলম বরাদ্দকৃত ৪১ হাজার টাকা খাতওয়ারী ব্যয় করার জন্যে স্থানীয় থানা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে নথি পেশ করেন। উল্লাপাড়া থানা নির্বাহী কর্মকর্তা অডিটোরিয়াম কাম পাবলিক লাইব্রেরীকে থানা পরিষদ লাইব্রেরী হিসেবে স্বীকার না করে স্থানীয় অফিসার্স ক্লাবকে থানা পরিষদ লাইব্রেরী বলে জানান এবং অফিসার্স ক্লাবটিকে থানা পরিষদ লাইব্রেরী হিসেবে চালাতে মত প্রকাশ করেন। অডিটোরিয়াম কাম পাবলিক লাইব্রেরীটি পরিচালনায় বরাবরই তার অবহেলা অনীহা প্রকাশ পেয়ে আসছে বলে জানা যায়। তিনি অডিটোরিয়াম কাম পাবলিক লাইব্রেরীর জন্যে বরাদ্দকৃত অর্থ অফিসার্স ক্লাবে ব্যয় করার জন্যে সে থেকেই জোর অপপ্রয়াস চালিয়ে আসছেন। তিনি ইতিমধ্যেই স্থানীয় সমাজকল্যাণ কর্মকর্তাকে বরাদ্দকৃত অর্থ মূল্যের পুস্তক উত্তোলনের দায়িত্ব এবং অফিসার্স ক্লাবের ব্যাংকের হিসাবে ৪১ হাজার টাকার চেকটি স্থানান্তরের মৌখিক তাগিদ দিয়েছেন বলে জানা যায়। এ প্রতিবেদককে এসব ছাড়াও গ্রন্থাগারিক অডিটোরিয়াম কাম পাবলিক লাইব্রেরী নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের নানা অবহেলা ও ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত জানিয়েছেন। গ্রন্থাগারিক একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই অর্থাৎ প্রায় ১০ বছর যাবত গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। স্থানীয় প্রশাসন থেকে দীর্ঘদিন ধরে তার বেতন-ভাতা দেয়া হচ্ছে না।